নব জাতক

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ঋণের আঁটি ৯
রাজ অসুখ ১২
চোখে চোখ ১৫
তিনি সুপারগ ১৮
স্পন্দনের গল্প ২১
জীবনের পথে ২৪
ভয়ানক অভিশাপ ২৭
সোনার হাঁস ৩০
নজর ঘোরানো ৩৩
রাজধর্ম ৩৬
মূলস্রোত ৩৯
অন্য রামায়ণ ৪২
মন্ত্রশক্তি ৪৫
অহিংসার পথে ৪৯
চুল্ল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত ৫২
মোহের জাল ৫৬
এক একটি সংলাপ ৬০
প্রকৃত ব্রাহ্মণের খোঁজে ৬৩
রাজাই দায়ী ৬৬
সেই মেয়েটি ৬৯
তিতির সবার বড় ৭২
পদস্খলন ৭৫
অপরিণামদর্শী ৭৯
কে আগে ? ৮২
দূত ৮৫

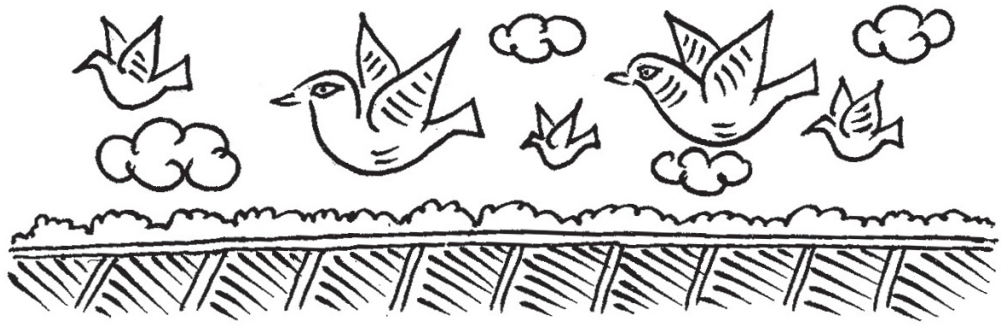

ঋণের আঁটি

'জাতক' মানে যে জন্মেছে। কিন্তু 'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ', সেই ফুটফুটে 'নবজাতক'-এর প্রসঙ্গ ছাড়া এই শব্দটিকে আমরা বড় একটা স্পর্শ করি না। তুলে রেখেছি বুদ্ধদেবের নাম করে। তাঁর পূর্ব পূর্ব জনমের কাহিনিই জাতক। ইস্কুলের দ্রুতপঠন পুস্তিকা বা 'অমর চিত্র কথা'-র কল্যাণে সে কথা আমাদের ছোটবেলা থেকেই জানা। তাহলে আর ধুলো ঘেঁটে হ্যাঁচ্চো করতে করতে খটোমটো ভাষার পুরনো মোটকা বইগুলো খুঁজে বার করার কী দরকার ছিল?

সে শুধু শুদ্ধ গল্পের টানে। যীশুখ্রিস্টের জন্মেরও শতক কয়েক আগে পালি ভাষায় লেখা গল্পগুলো সময়ের পলি পড়ে মিইয়ে যায়নি মোটেও। বরং এই সোজা সরল নির্মেদ কাহিনির মাঝে চকিতে খুঁজে পাওয়া যায় সমসাময়িকতা; বা, আরও ঠিকঠাক বললে চিরকালীনতা। যেমন এই গল্প। আনুঙ্গিক উপদেশ, প্রাসঙ্গিকতা, তত্ত্বকথা সব সরিয়ে ঢুকে পড়ি সেই গল্পের চাষজমিতে।

সেকালের রাজগৃহনগর। তার পুবদিকে শালিন্দিক নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রাম। সেই গ্রামের পুব সীমানায় এক বিশাল ধানখেত। সেই উর্বর জমিতে শালিধানের প্রচুর ফলন। জমির মালিক বামুনটি খেত পাহারার জন্য লোক রেখেছেন।

একদিন তেমন এক কর্মচারী শুকনো মুখে মালিকের কাছে এলেন। ব্রাহ্মণ সদয় মানুষ। তিনি বললেন, কী হে, ফলন তো এ-বছর ভালোই হচ্ছে শুনছি।

লোকটি ম্রিয়মান গলায় বলল, আজ্ঞে ফলন খুবই ভালো। কিন্তু—

কিন্তু কী? বন্যা অতিবৃষ্টির কোনো পূর্বাভাস নেই তো?

আজ্ঞে না। তবে জমির পুবদিকে পাহাড়ের নীচে যে শিমুল গাছের বন সেখানে অনেক শুকপাখির বাস।

ব্রাহ্মণ এবার হেসে ফেলেন। পাখিতে আর কত ধান খাবে হে?

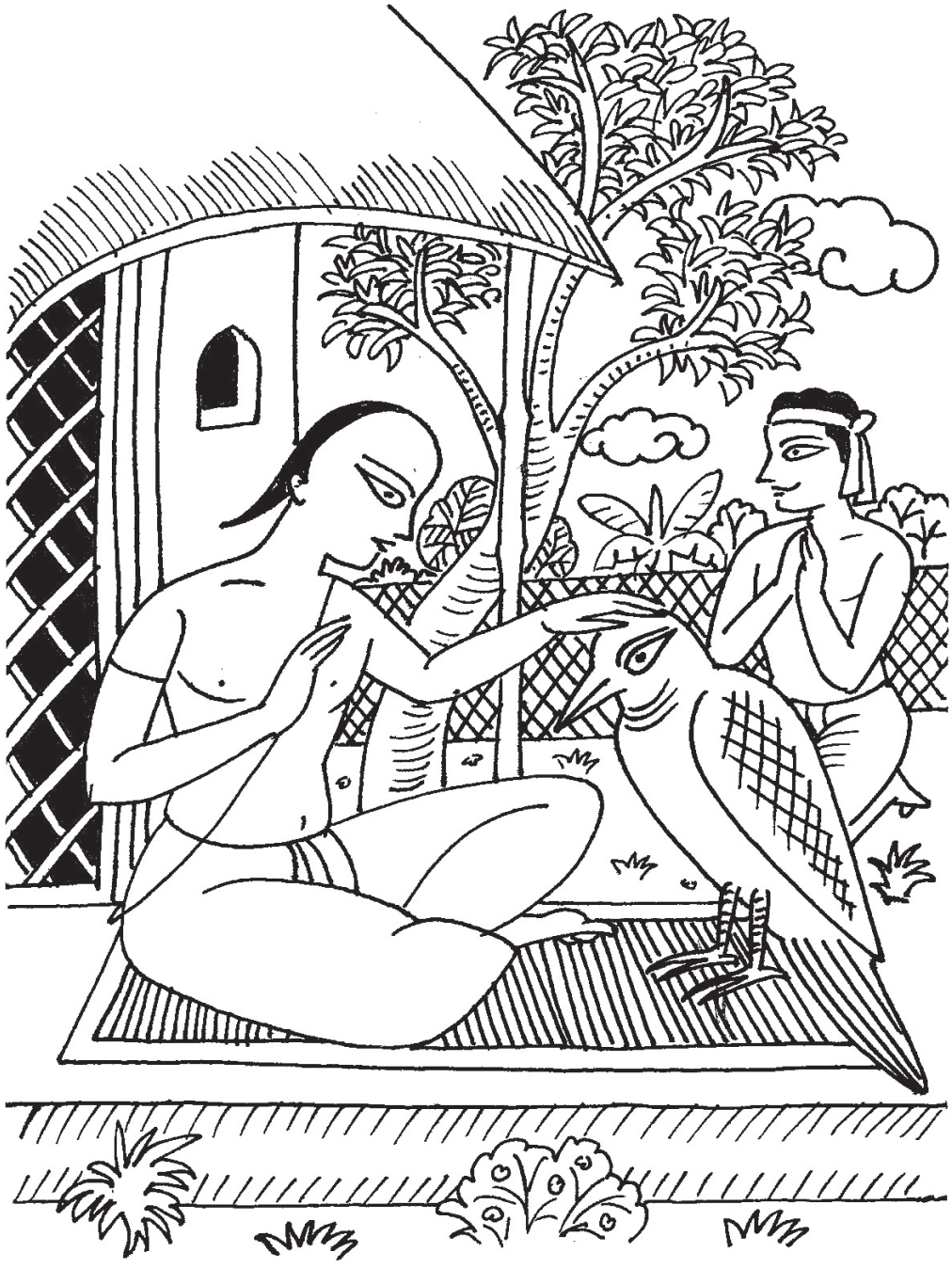

শুধু পেট ভরে খাওয়া নয়, পাখির পালের যে সর্দার সেই বলশালী শুকরাজটি ভরপেট খেয়ে উড়ে যাওয়ার সময় ঠোঁটে করে বেশ খানিক ধানের শীষ নিয়ে যায়— যা খেলো তার চেয়ে কিছু কম নয়।

ব্রাহ্মণ বিচলিত হন। ধানের ক্ষতির কথা ভেবে নয়, পাখির এমন আচরণের কারণ বুঝতে না পেরে। যেকোনো সময় উড়ে এলেই যখন খাবার পাওয়া যাচ্ছে—তখন এমন বাড়তি সংগ্রহের আগ্রহ কেন? বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। কৌতূহলী ব্রাহ্মণ বাইরে কিছু প্রকাশ না করে কর্মচারীটিকে বললেন, তাই তো হে, বিরাট লোকসানের আশঙ্কা! তুমি বরং ঘোড়ার নরম লোম দিয়ে এক ফাঁদ তৈরি করো। সেখানে সর্দার পাখি ধরা পড়লে তাকে যেন কোনো আঘাত করো না। সটান অক্ষত নিয়ে আসবে আমার কাছে।

আর ফাঁদে পড়বি তো পড়, সেই শুকসর্দারই ধরা পড়ল পরদিন সকালে। এই পাখি কিন্তু সাধারণ নয়, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব সেবার জন্মেছেন শুকরাজ হয়ে। তাই তার গভীর বিবেচনাবোধ। সর্দার ভাবলে, খেতে এসেই যে আমি ফাঁদ বন্দি হলাম, এখনই চেঁচামেচি করলে আমার সঙ্গীদের খাওয়ায় বিঘ্ন ঘটবে। তাই সে চুপ করে ফাঁদের মধ্যে বসে রইল। তারপর খাওয়া শেষ করে পাখির দল যখন বাসার দিকে ডানা মেলল, শুকরাজ তখন আর্তনাদ করে বলল, ফাঁদে আটকে পড়েছিইইই—।

কিন্তু হায়, একটি পাখিও সে চিৎকারে কর্ণপাত করল না। বরং কলরব শুনে সেই পাহারাদার কর্মচারীটি দৌড়ে এল। তার আনন্দ আর ধরে না, যার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ সেই হৃষ্টপুষ্ট সর্দারই ধরা পড়েছে। সে ফাঁদ থেকে বার করে শক্ত করে পাখির পা-দুটোকে বাঁধল। তারপর তাকে নিয়ে এল ব্রাহ্মণের কাছে।

কৌতূহলী ব্রাহ্মণ পরম স্নেহে শুকরাজকে কোলের কাছে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বুঝি খিদে মেটে না, তাই রোজ খাওয়ার শেষে ঠোঁটে করে ধানের শীষ নিয়ে যাও?

শুকরাজ শান্ত স্বরে বলল, ও ধান তো ঋণ শোধ করার।

ঋণ? কার কাছে এত ঋণ তোমার?

আমার বাবা-মায়ের কাছে, আমার দলের বয়স্ক, দুর্বল পাখিদের কাছে। তাদের খাওয়ার জন্য ধান নিয়ে যাই।

অভিভূত ব্রাহ্মণ পাখির বাঁধন খুলে পায়ের ক্ষতে শুশ্রূষা করলেন। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন।

শুকরাজ উড়ে চলল এক পুণ্য জন্ম থেকে আর এক পুণ্যের দিকে।

[ঋণ: শালিকেদার জাতক]

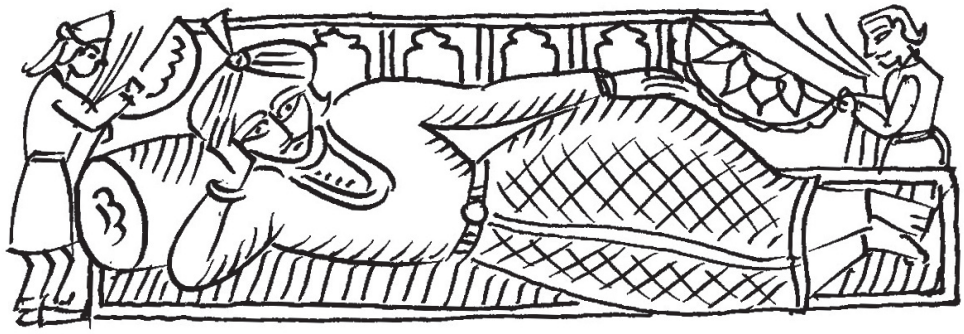

রাজ অসুখ

বারাণসীরাজের বড় কঠিন অসুখ। তাঁর অনিদ্রা, গায়ে জ্বালা, পেটে অজীর্ণ, মাথা দপদপ। দেশ বিদেশের নামিদামি যত কবিরাজ বৈদ্যকে ডাকা হল, সবাই হার মানলেন।

বুদ্ধদেব সেবার বারাণসীতে জন্মেছেন। তক্ষশিলা থেকে সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে উজ্জ্বল তরুণ ফিরছেন বাবা-মায়ের কাছে। রাজার অসুখের কথা শুনে তিনি সরাসরি গেলেন রাজসভায়, আমি চেষ্টা করব। তাঁর অপরিপক্ক বয়সের জন্য অমাত্যরা বিশেষ ভরসা করেননি। তবু তাঁর আয়ত চোখে আত্মবিশ্বাস দেখে তাঁরা রাজামশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিলেন।

বারাণসীরাজ নিজেও বললেন, এ যে একেবারে কচি ছেলে। সে কথায় আমল না দিয়ে চিকিৎসক বললেন, মহারাজ আপনার এই অসুখের কারণটা যদি একটু বলেন।

এ আবার কেমন ডাক্তার! পেট টিপল না, চোখ টেনে দেখল না, বুকে কান বসাল না, শুধু সমস্যার কথা শুনে রুগিকেই বলে রোগের কারণ বলুন! মহারাজ একটু অবাক হলেন। তবু তাঁর মনে হল, অনেকদিন ধরে পুষে রাখা আপশোসটা উগরে দেওয়াই ভালো। তিনি বললেন, শোনো যুবক, তুমি নিশ্চয় জানো আমি রাজা হওয়ার পর প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রকে চকিত আক্রমণ করে আমাদের রাজ্যের সীমা অনেকটাই সম্প্রসারিত করেছি।

তরুণ চিকিৎসক নীরবে ঘাড় নাড়লেন।

রাজা বলে চলেন, কিছুদিন আগে আমার কাছে এক ব্রাহ্মণ গোপনে দেখা করতে এসে জানিয়ে যায় যে নিকটবর্তী তিন সমৃদ্ধশালী দেশ অবিলম্বে আক্রমণ করলে আমার জয় অবধারিত। কথাটি জোরগলায় বলেই এত দ্রুত সে প্রস্থান করে যে, বিস্তারিত আর কিছুই আমার জানা হয় না। আমি লোক পাঠালাম তার খোঁজে, কিন্তু সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ভাবো একবার, হাতের মুঠোয় দেশজয়ের সুযোগ পেয়েও আমি হারাতে চলেছি, এখন যদি অন্য দেশের রাজা সময়মতো আক্রমণ করে সে রাজ্য তিনটে জিতে নেয়!